পেশাগত কাজে বাধার অভিযোগে ডিসির নিউজ বয়কটের ঘোষণা

সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহারের প্রতিবাদে একটি অনুষ্ঠান বয়কট করেছেন সাংবাদিকরা। পরে জরুরি সভা করে জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের ঘোষণা দেন তারা।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে যৌন হয়রানি (ইভটিজিং), বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ, মাদক, জঙ্গিবাদ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আত্মহত্যা প্রতিরোধ, ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা মঙ্গলবার বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার বিকেল ৪টার দিকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন।

এতে দীর্ঘ সময় প্রচণ্ড রোদ ও গরমে অপেক্ষা করতে হয় কোমলমতি শিক্ষার্থী, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, আলেম-ওলামা এবং মসজিদের ইমামদের।

বিকেল ৪টার পর অনুষ্ঠান শুরু হলে দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে ভিডিও ধারণ করছিলেন। এসময় জেলা প্রশাসক লুৎফুন নাহার সাংবাদিকদের ভিডিও ধারণ বন্ধ করতে বলেন এবং দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেলকে উদ্দেশ করে বলেন, “আপনি সাংবাদিক কন্ট্রোল করবেন।” সাংবাদিকদের অভিযোগ, জনসম্মুখে মাইকে এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

এর প্রতিবাদে সাংবাদিকরা অনুষ্ঠান বয়কট করে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন। পরে তারা দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে জরুরি সভায় মিলিত হন।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলায় জেলা প্রশাসকের সকল সংবাদ বয়কটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এ বিষয়ে অনুষ্ঠানের সভাপতি ও দামুড়হুদা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলি বলেন, “বিষয়টি দুঃখজনক।”

ইসরাইলি পণ্য বয়কটে ঝিনাইদহে ক্যাম্পেইন

ইসরাইলি সকল পণ্য বয়কটে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ৭ নং মহারাজপুর ইউনিয়নের সকল মুসলিম নাগরিকের পক্ষে বিষয়খালী বাজারে বিশেষ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বাদ মাগরিব বিষয়খালী শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজ গেট থেকে এ বিশেষ ক্যাম্পেইন এশার আজান পর্যন্ত চালানো হয়। সেসময় বাজারের সকল ব্যবসায়ীদেরকে ইসরাইলি পণ্য বিক্রি না করার জন্য বিশেষ ভাবে আহ্বান করা হয়।

বিশেষ ক্যাম্পেইনে উপস্থিত ছিলেন বিষয়খালী শহীদ মোস্তফা স্কুল এন্ড কলেজের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা শাহ মোহাম্মদ এনামুল হক ফয়েজী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মাজেদুল ইসলাম মাজু, বিষয়খালী বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা আনিছুর রহমান, মিঞা অটো রাইস মিলের স্বত্বাধিকারী সাজেদুল ইসলাম সাজু মিঞা, সাংবাদিক বসির আহাম্মেদ, হাফেজ মাওলানা মুফতি আল-মামুন, ব্যবসায়ী দবির আলীসহ অসংখ্য ইউনিয়নের মুসলিম নাগরিকবৃন্দ।

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দ বলেন, দখলদার ইসরাইল নির্বিচারে ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে। বিশ্ব বিবেক আজ স্তব্ধ। বিশ্ব মুসলমান নেতৃত্ব কোনো ভূমিকা রাখছে না। ইসরাইলকে রুখতে প্রয়োজনে মার্কিন ও ইসরাইলের উৎপাদিত সকল পণ্য বয়কট করতে হবে।

আরও বলেন, প্রতিবাদের ভাষা হবে সংযত। সংঘাত সৃষ্টি করে প্রতিবাদ করার চেয়ে আমরা ইসরাইল ও মার্কিনী সকল পণ্য বয়কট করব। ইসরাইলের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড রুখতে মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।